

প্রস্তাব আহ্বান (Call for proposal)

তৃতীয় পক্ষকে আর্থিক সহায়তা
(Financial Support to Third Parties - FSTP)

জলবায়ু ন্যায়বিচার ও পরিবেশ সুরক্ষায় নাগরিক সমাজের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (Empowering Civil Society for Climate Justice and Environment Protection Project)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহ-অর্থায়নে এবং প্রধান আবেদনকারী হিসেবে ওয়েল্টহাঙ্গারহিলফে (ডব্লিউএইচএইচ), সহ-আবেদনকারী মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), উত্তরণ ও এডুকোর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত

১. উন্মুক্ত প্রস্তাব আহ্বান

ওয়েল্টহাঙ্গারহিলফে (ডব্লিউএইচএইচ), জলবায়ু ন্যায়বিচার ও পরিবেশ সুরক্ষায় নাগরিক সমাজের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের প্রধান আবেদনকারী হিসেবে এবং সহ-আবেদনকারী মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) উত্তরণ ও এডুকোর সঙ্গে যৌথভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করছে এমন যোগ্য তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে (Grassroots NGOs) আর্থিক সহায়তা প্রদান (Financial Support to Third Parties—FSTP) ব্যবস্থার আওতায় প্রাথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (Initial Concept Note) জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

এই প্রস্তাব আহ্বানের (Call for Proposals) মূল উদ্দেশ্য হলো এমন তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলোকে চিহ্নিত করা ও সহায়তা প্রদান করা, যারা জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করছে। FSTP ব্যবস্থার আওতায় নির্বাচিত তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলো কমিউনিটিভিভ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা, কারিগরি সহায়তা, পরামর্শ ও মেন্টরিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা পাবে। এসব উদ্যোগ জলবায়ু ন্যায়বিচার, পরিবেশ সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

এই আবেদন আহ্বানে বিশেষভাবে এমন সংস্থাগুলোকে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাদের কার্যক্রম স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং যারা ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রাথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (Initial Concept Note) হলো আবেদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। এটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব নয় এবং এ পর্যায়ে বিস্তারিত বাজেট জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ধাপে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত সংস্থাগুলোকে পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক যাচাই-বাছাই (Due Diligence), যৌথ পরিকল্পনা ও প্রকল্প উন্নয়নবিষয়ক কর্মশালা (Co-creation Workshops) এবং বিস্তারিত কারিগরি প্রস্তাব ও বাজেট (Detailed Technical Proposal and Budget) প্রণয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে।

২. প্রকল্প সম্পর্কে (About the Project)

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়, দূষণ এবং অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের কারণে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব প্রভাব বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যন্ত গুরুতর, যার মধ্যে রয়েছে নারী, যুবসমাজ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত সম্প্রদায় এবং সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী।

Empowering Civil Society for Climate Justice and Environment Protection Project-এর লক্ষ্য হলো জলবায়ু ন্যায়বিচার, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ জোরদার করা।

তৃতীয় পক্ষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান (Financial Support to Third Parties—FSTP) ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলোকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এসব উদ্যোগ জলবায়ু পরিবেশ ও মানবাধিকারবিষয়ক কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ জোরদার করতে অবদান রাখবে।

৩. এই আবেদন আহ্বানের উদ্দেশ্য (Purpose of this Call)

এই প্রস্তাব আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু ন্যায়বিচার ও পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখে এমন উদ্ভাবনী ও কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

এই আবেদন আহ্বানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- জলবায়ুবিষয়ক কার্যক্রম ও পরিবেশগত সুশাসনে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সমাধানগুলোকে সহায়তা করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, অধিকার এবং অংশগ্রহণ জোরদার করা।
- জনগোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নত করা।
- আর্থিক সহায়তা, কারিগরি সহযোগিতা ও মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলোর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু সহনশীলতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা।
- জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন জোরদার করা।

৪. আর্থিক সহায়তা (Financial Support)

এই প্রস্তাব আহ্বানের আওতায় চূড়ান্তভাবে ১৮টি তৃণমূল পর্যায়ের এনজিও নির্বাচন করা হবে।

- অনুদানের মেয়াদ: আনুমানিক ৩০–৩৬ মাস।
- সর্বনিম্ন অনুদানের পরিমাণ: ৪০,০০০ ইউরো (আনুমানিক ৫,৪০০,০০০ টাকা)
- সর্বোচ্চ অনুদানের পরিমাণ: ৬০,০০০ ইউরো। (আনুমানিক ৮,১০০,০০০ টাকা)

চূড়ান্তভাবে কতটি অনুদান প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি অনুদানের পরিমাণ কত হবে, তা নির্ভর করবে আবেদনপত্রের গুণগত মান, কারিগরি মূল্যায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক যাচাই-বাছাই (Due Diligence), উপলভ্য তহবিল, ভৌগোলিক ভারসাম্য এবং অন্যান্য প্রয়োজ্য বিবেচ্য বিষয়ের ওপর।

নোট: প্রয়োজ্য exchange rate চুক্তি স্বাক্ষরের সময় নির্ধারণ করা হবে।

৫. কারা আবেদন করতে পারবে? (Who Can Apply?)

আবেদনকারী সংস্থাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলো পূরণ করতে হবে:

- বাংলাদেশে আইনগতভাবে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Grassroots NGO) হতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এবং/অথবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- প্রকল্পের এক বা একাধিক নির্ধারিত এলাকায় সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনার উপস্থিতি থাকতে হবে।
- কমিউনিটি উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, সুশাসন, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব-রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সংস্থার নিজস্ব সক্রিয় ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে।
- মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হতে হবে এবং সহিংসতা, বৈষম্য, উগ্রবাদ, অবৈধ বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকা যাবে না।
- সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার আগ্রহ ও সদিচ্ছা

পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য হলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (CHT Regional Council) অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (CHT Development Board) থেকে বৈধ অনাপত্তিপত্র (NOC) থাকতে হবে।

যেসব সংস্থার বার্ষিক বাজেট ৯০,০০০ ইউরোর বেশি তারা FSTP-এর আওতায় আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

বিশেষভাবে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলোকে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে:

- নারীদের নেতৃত্বাধীন সংস্থা।
- যুবসমাজের নেতৃত্বাধীন সংস্থা।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগঠন।
- দলিত জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক সংস্থা।

বিস্তারিত শর্তাবলি FSTP নির্দেশিকায় (FSTP Guideline) উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. ভৌগোলিক আওতা

রংপুর; গাইবান্ধা; খুলনা; সাতক্ষীরা; বান্দরবান; রাঙামাটি-এই জেলাগুলোতে কাজ করে এমন সংস্থাগুলো আবেদন করতে পারবে।

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত উপজেলা-

- বান্দরবান জেলার লামা ও বান্দরবান সদর,
- রাঙামাটি জেলার কাউখালী ও রাঙামাটি সদর,

- রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ,
- গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি,
- খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা; এবং
- সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও দেবহাটা- এ বিদ্যমান অভিজ্ঞতা, কার্যক্রম পরিচালনার উপস্থিতি এবং জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থবহ সম্পৃক্ততা রয়েছে—এমন সংস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রকল্পের নির্ধারিত জেলার বাইরে অবস্থিত সংস্থাগুলো কেবল তখনই আবেদন করতে পারবে, যদি তারা নির্ধারিত উপজেলাগুলোতে এক বা একাধিক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম পরিচালনার উপস্থিতি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থবহ সম্পৃক্ততা দেখাতে পারে।

৭. অনুমোদনযোগ্য কার্যক্রম

প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলোকে সরাসরি জলবায়ু ন্যায্যবিচার, পরিবেশ সুরক্ষা, মানবাধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন এবং প্রান্তিক ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে হবে।

নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো অর্থায়নের জন্য যোগ্য:

- কমিউনিটি সম্পৃক্ততা, সচেতনতা ও প্রচার
- জলবায়ু ন্যায্যবিচার, অধিপরামর্শ ও পরিবেশগত সুশাসন
- মানবাধিকার, আইনি সহায়তা ও পরিবেশসংক্রান্ত মানবাধিকার রক্ষাকারী
- গবেষণা, তথ্য উপাত্ত ও প্রমাণ সংগ্রহ
- কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু ও পরিবেশবিষয়ক কার্যক্রম
- অংশীদারত্ব, নেটওয়ার্কিং ও বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ

আবেদনকারীদের উদ্ভাবনী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেভার-সংবেদনশীল এবং স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন পদ্ধতি প্রস্তাব করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যোগ্য কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ FSTP Guideline-এ প্রদান করা হয়েছে।

৮. যেসব কার্যক্রমে সহায়তা দেওয়া হবে না

নিম্নোক্ত খাতে অর্থায়ন করা হবে না:

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বা নির্বাচনী প্রচারণা; নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কার্যক্রম; কমিউনিটির পরিবর্তে কোন ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা দেয় এমন কার্যক্রম; জমি বা ভবন ক্রয়; বৃহৎ পরিসরের অবকাঠামো নির্মাণ; ঋণ বা দেনা পরিশোধ; বিলাসবহুল বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়; কমিউনিটি কার্যক্রম, অ্যাডভোকেসি বা জবাবদিহির সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্পর্কবিহীন স্বতন্ত্র গবেষণা কার্যক্রম; প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন কার্যক্রম।

৯. আবেদন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া (Application and Selection Process)

তৃণমূল পর্যায়ের সংস্থাগুলোর জন্য আবেদন ও নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, বিশেষ করে যেসব সংস্থার দাতা-অর্থায়িত প্রকল্পের জন্য আবেদন করার অভিজ্ঞতা সীমিত, তাদের প্রকল্পের ধারণা তৈরি, উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার সুযোগ করে দেওয়া।

ধাপ ১: প্রাথমিক ধারণাপত্র (Stage 1 – Initial Concept Note)

আগ্রহী সংস্থাগুলোকে নির্ধারিত টেমপ্লেট ব্যবহার করে প্রাথমিক ধারণাপত্র (Initial Concept Note) জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে প্রথম ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্রও জমা দিতে হবে।

প্রাথমিক ধারণাপত্র যাচাই ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন (Initial Concept Note Screening and Shortlisting)

প্রথমে প্রাথমিক ধারণাপত্রগুলোর প্রশাসনিক ও যোগ্যতাসংক্রান্ত যাচাই-বাছাই করা হবে। যোগ্য বিবেচিত ধারণাপত্রগুলো পরবর্তীতে পূর্বনির্ধারিত মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রাথমিক ধারণাপত্রের জন্য প্রাপ্ত ৫০ নম্বর শুধুমাত্র সংস্থাগুলোকে পরবর্তী ধাপের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এই নম্বর চূড়ান্ত কারিগরি প্রস্তাবের জন্য নির্ধারিত ১০০ নম্বরের সঙ্গে যোগ বা সমন্বয় করা হবে না।

যোগ্য প্রাথমিক ধারণাপত্রগুলো নিম্নলিখিত পাঁচটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

নং	মূল্যায়নের মানদণ্ড	সর্বোচ্চ নম্বর
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা	১০
২	জলবায়ু/পরিবেশ বা অধিকার-সম্পর্কিত সমস্যা এবং ঝুঁকিপূর্ণতা সম্পর্কে ধারণা	১০
৩	কমিউনিটিতে সংস্থার উপস্থিতি, অংশগ্রহণ ও স্থানীয় মালিকানা (ownership)	১০
৪	অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গ সমতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা	১০
৫	প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা, প্রস্তুতি এবং যৌথ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আরও উন্নয়নের সম্ভাবনা	১০
৬	মোট	৫০

এই পর্যায়ে বিস্তারিত প্রকল্প বাজেটের প্রয়োজন নেই। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংযুক্তি ২; প্রস্তাব মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স দেখুন।

আবেদনের মান এবং প্রযোজ্য নির্বাচন-সংক্রান্ত শর্তের ভিত্তিতে পরবর্তী যথাযথ যাচাই বাছাই (ডিউ ডিলিজেন্স) ও যৌথ প্রকল্প পরিকল্পনা (কো-ক্রিয়েশন) ধাপের জন্য আনুমানিক ৩০টি সংস্থাকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হবে।

আবেদন পূর্ব সভা ও জেলা পর্যায়ের ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা

সম্ভাব্য আবেদনকারীদের সহায়তা এবং আবেদনপত্রের মান উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি নিম্নোক্ত সেশনের আয়োজন করবে:

- একটি জাতীয় ভার্চুয়াল সভা; এবং
- জেলা-পর্যায়ে ছয়টি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা।

এসব সেশনে FSTP, যোগ্যতার শর্ত, আবেদন প্রক্রিয়া, প্রাথমিক ধারণাপত্র, বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হবে।

ভার্চুয়াল প্রি-বিড সভা: তারিখ: ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ (রবিবার); সময়: বাংলাদেশ সময়. সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা (১০:০০ AM – 12:00 PM)

সভার লিংক: Microsoft Teams meeting

<https://teams.microsoft.com/meet/3818699122529622?p=ayWEA9iuDXSqtWZ3h>

Meeting ID: 381 869 912 252 962 2

Passcode: M6cs2w78

জেলাপর্যায়ের কর্মশালাগুলো ২৫ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে আয়োজন করা হবে। বিস্তারিত তথ্য এবং অংশগ্রহণের জন্য যোগাযোগ করুন

info.bgd1068@welthungerhilfe.de

যাচাই বাছাই (ডিউ ডিলিজেন্স)

সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীরা যৌথ প্রকল্প পরিকল্পনা ধাপে যাওয়ার আগে সাংগঠনিক ও আর্থিক যাচাই বাছাই (ডিউ ডিলিজেন্সের) মধ্য দিয়ে যাবেন। মূল্যায়ন কমিটি প্রোগ্রাম ও ফাইন্যান্স কর্মীদের নিয়ে মাঠ পরিদর্শন করবে, যাতে প্রাথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র ও সাংগঠনিক নথিতে দেওয়া তথ্য যাচাই করা যায়।

যৌথ প্রকল্প পরিকল্পনা (কো-ক্রিয়েশন) কর্মশালা ও বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব উন্নয়ন:

প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূল্যায়ন ও যাচাই বাছাই (ডিউ ডিলিজেন্স) প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্নকারী সংস্থাগুলোকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অরগানাইজেশনের পরিচালনায় দুই দিনের যৌথ প্রকল্প পরিকল্পনা (কো-ক্রিয়েশন) কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। কো-ক্রিয়েশন প্রক্রিয়ায় সংস্থাগুলো তাদের প্রাথমিক ধারণা আরও উন্নত করবে এবং বিস্তারিত প্রস্তাব প্রস্তুত করবে। কর্মশালার পর অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোকে নির্ধারিত টেমপ্লেট ব্যবহার করে বিস্তারিত কারিগরি প্রস্তাব ও বাজেট তৈরি এবং জমা দিতে সহায়তা করা হবে।

ধাপ -২ বিস্তারিত কারিগরি প্রস্তাবনা মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত নির্বাচন

বিস্তারিত কারিগরি প্রস্তাব ও বাজেট ১০০ নম্বরের নিম্নোক্ত কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা হবে।

নং	মূল্যায়নের মানদণ্ড	সর্বোচ্চ নম্বর
১	প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহের প্রাসঙ্গিকতা	১৫

২	জলবায়ু ন্যায়বিচার, পরিবেশ সুরক্ষা ও মানবাধিকার অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য	১৫
৩	প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মান ও বাস্তবায়নযোগ্যতা	১৫
৪	কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও স্থানীয় মালিকানা	১০
৫	লিঙ্গীয় সমতা, অন্তর্ভুক্তিকরন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ	১০
৬	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও পূর্ববর্তী প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা	১০
৭	প্রকল্পের স্থায়িত্ব ও সম্ভাব্য প্রভাব	১০
৮	বাজেটের মান ও অনুদানের সর্বোত্তম ব্যবহার	১৫
৯	মোট	১০০

- বিস্তারিত প্রস্তাব (Detailed Proposal) পর্যায়ে অর্থায়নের জন্য বিবেচিত হতে হলে ১০০-এর মধ্যে ন্যূনতম ৭০ নম্বর অর্জন করা প্রয়োজন হতে পারে।
- ১০০ নম্বরের কারিগরি মূল্যায়ন স্কেরটি ৫০ নম্বরের প্রথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র নম্বর থেকে পৃথক। এই দুটি স্কের একত্রিত করে মোট নম্বরনির্ধারণ করা হবে না।
- চূড়ান্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ভারসাম্য, বিষয়ভিত্তিক এবং নির্ধারিত জনগোষ্ঠীভিত্তিক পরিকল্পনা, সাংগঠনিক ঝুঁকি এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করা হবে।
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে FSTP সাব-গ্রান্টপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (Subgrantees) হিসেবে নির্বাচন করা হবে, যা চূড়ান্ত অনুমোদন এবং প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের ওপর নির্ভরশীল।

বিস্তারিত প্রক্রিয়াসমূহ FSTP Guideline এবং Evaluation Matrix-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

আবেদনকারীদের প্রথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (Initial Concept Note) প্রস্তুত করার আগে FSTP Guideline ভালোভাবে পড়ার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১০. আবেদন প্যাকেজ

সম্পূর্ণ FSTP আবেদন প্যাকেজে যা যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. প্রস্তাব আহ্বানপত্র (Call for Proposals);
২. FSTP Guideline (নির্দেশিকা);
৩. প্রথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (Initial Concept Note)-এর (ফরম্যাট);
৪. প্রস্তাব মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স (Proposal Evaluation Matrix);
৫. যোগ্যতার ঘোষণা (Declaration of Eligibility);
৬. বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা টেমপ্লেট/(Detailed Technical Proposal)
৭. বাজেট ফরম্যাট /(Budget Template);
৮. সাব-গ্রান্ট চুক্তির ফরম্যাট (Sub-Grant Agreement)-এর Template।

আবেদন প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নথি প্রথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র (Initial Concept Note) পর্যায়ে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রথমিক প্রকল্প ধারণাপত্র Initial Concept Note পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র

এই পর্যায়ে আবেদনকারীদের শুধুমাত্র নিম্নলিখিত নথিপত্র জমা দিতে হবে:

- নিবন্ধন সনদ (Registration Certificate)
- প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল (Organization Profile)
- যোগ্যতার ঘোষণা (Declaration of Eligibility)
- প্রস্তাবিত লক্ষ্য এলাকায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার উপস্থিতির তথ্য উপাত্ত, যেখানে প্রযোজ্য।

১১. আবেদন জমা দেওয়ার পদ্ধতি

যেসব সংস্থা FSTP অনুদানের জন্য প্রথমবার আবেদন করছে এবং এখনো EU Supply Portal-এ নিবন্ধন করেনি, তাদের আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং প্রাথমিক ধারণাপত্র (Initial Concept Note) জমা দেওয়ার জন্য নিচের লিংকের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের পর নির্ধারিত ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে Initial Concept Note জমা দিতে হবে।

নিবন্ধন লিংক: <https://eu.eu-supply.com>

FSTP-এর প্রস্তাব আহ্বান (Call for Proposals) সংক্রান্ত সকল প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা চাওয়ার অনুরোধ অবশ্যই 'EU Funding & Tenders Portal'-এর মাধ্যমে ৮ নভেম্বর ২০২৬, রবিবারের মধ্যে জমা দিতে হবে।

নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাবনা ও প্রয়োজনীয় সহায়ক নথি জমা দিতে হবে। প্রথম ধাপে বিস্তারিত বাজেট প্রয়োজন নেই। ইংরেজিতে আবেদন করতে অসুবিধা হলে বাংলায় আবেদন করা যাবে।

সকল আবেদনপত্র আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে নির্ধারিত 'ইইউ সাপ্লাই পোর্টাল'-এর মাধ্যমে অনলাইনে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত কোনো আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

নিচে দেওয়া লিঙ্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফাইল বা ডকুমেন্টগুলো সংগ্রহ করা যাবে

<https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=WELTHUNGERHILFE>

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আবেদনের সব কাগজপত্র শুধুমাত্র অনলাইনেই পাওয়া যাবে। কোনো হার্ড কপি বা ইমেলের মাধ্যমে ফাইল পাঠানো হবে না।

যেকোনো তথ্য বা অনুসন্ধানের জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েল্টহাঙ্গারহিলফে (ডব্লিউএইচএইচ)-এর

সাথে যোগাযোগ করুন: info.bg1068@welthungerhilfe.de

১২. সুরক্ষা, স্বার্থের সংঘাত ও কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা

নির্বাচিত সংস্থাগুলোকে আবেদন প্রক্রিয়া এবং অনুদান বাস্তবায়নকাল জুড়ে সুরক্ষা, নৈতিকতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে হবে।

কমিউনিটির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা:

আবেদনকারীদের অবশ্যই কমিউনিটির অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ-বিশেষত নারী, শিশু, দলিত, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য সামাজিকভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠীর-সুরক্ষার প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে হবে।

নির্বাচিত সংস্থাগুলোকে:

- যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি (SEAH) প্রতিরোধ এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- কমিউনিটির সদস্যদের নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্মানজনক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- অভিযোগ বা মতামত গ্রহণ এবং সেগুলোর যথাযথভাবে সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা/প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা;
- প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির কোনো ক্ষতি না হয় বা তাদের ঝুঁকি বৃদ্ধি না পায় তা নিশ্চিত করা।

স্বার্থের সংঘাত

আবেদনকারীদের এমন যেকোনো বাস্তব, সম্ভাব্য বা অনুমিত স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ করতে হবে, যা আবেদন প্রক্রিয়া বা অনুদান বাস্তবায়নের ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা বা সততাকে প্রভাবিত করতে পারে।

আবেদনকারীদের ঘোষণা করতে হবে যে:

- আবেদনে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ;
- এটি নিশ্চিত করতে হবে যে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে-এমন কোনো অপ্রকাশিত সম্পর্ক বা স্বার্থ তাদের নেই;
- প্রকল্পের অর্থ শুধুমাত্র অনুমোদিত উদ্দেশ্যে এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার করা হবে

জালিয়াতি, দুর্নীতি ও তহবিলের অপব্যবহার

প্রকল্পটি জালিয়াতি, দুর্নীতি, ঘুষ, শোষণ, নির্যাতন এবং অনুদানের সম্পদের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে জিরো-সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে। নির্বাচিত সংস্থাগুলোকে উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বজায় রাখতে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো মনিটরিং, যাচাই, অডিট বা তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে হবে।

এসব প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে ব্যর্থ হলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা, সহায়তা স্থগিত বা অনুদান সহায়তা বাতিল করা হতে পারে।

১৩. যোগাযোগে

Welthungerhilfe (WHH)

জলবায়ু ন্যায়বিচার ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নাগরিক সমাজকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

ঠিকানা: Apartment A4, House # CWN (A), Flat 3B, Road 49, Gulshan, Dhaka 1212, Bangladesh

ইমেইল: info.bgd1068@welthungerhilfe.de